দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 21 MAY 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

051

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা

বাংলাদেশ আজ এগার কোটি লোকের বাসভূমি। আর এদের মধ্যে প্রায় সবাই চায় একটু জ্ঞানার্জন করতে, বড় হতে এবং লেখাপড়া করে মানুষের মত মানুষ হতে। কারণ তারা সবাই জানে "শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড"। কিন্তু তার অধিকাংশই পারে না এ আশা আকাংক্ষা পূরণ করতে। এই পারা না পারার মধ্যেও রয়েছে হাজারো বাঁধা। এই সকল বাঁধা বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে খুব কম লোকই পারে তাদের পরিবারকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে।

এসব বাঁধা-বিপত্তির মধ্যে প্রথমেই ভর্তি সমস্যাটা ধরে নিলে খুব একটা ভুল হবে না মনে হয় না। সবাই চায় একটা ভাল স্কুলে-কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে। কারণ সেখানে তারা পাবে শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ, ভাল শিক্ষক এবং অন্যান্য সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রার্থীর সংখ্যা দেখে। আজ আমাদের দেশের উচ্চতর বিদ্যাপিঠগুলোতে দেখা যায়, ছাত্ররা খাতা-কলমের পরিবর্তে তাদের হাতে তুলে নিচ্ছে পিস্তল আর বোমা। তাদের এই বিষাক্ত ছোবল থেকে ভাল ছাত্ররাও রেহাই পাচ্ছে না।

তাছাড়া আমাদের দেশের শিক্ষার উপকরণের দাম দিনের পর দিন যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে স্বল্প আয়ের লোকদের জন্য লেখা-পড়া যে কত কষ্টকর হয়ে উঠছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

যদিও বারবার ঘোষণা দেয়া হচ্ছে যে, দেশের কাউকেই নিরক্ষর রাখা যাবে না। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যাচ্ছে, আস্তে আস্তে দরিদ্রদের জন্য লেখা-পড়া সীমিত হয়ে আসছে।

এতসব ছাড়াও আজ আমাদের সমাজে একটি সমস্যা মহামারীর আকার ধারণ করেছে যা নকল প্রবণতাকেও হার মানিয়েছে। আর তা হলো প্রাইভেট টিউশনি। বিশেষ করে, সমাজের অর্থ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাদের সন্তানদেরকে মোটা টাকার বিনিময়ে স্কুল শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউটর রেখে দেন। আর এসব শিক্ষকের কেউ কেউ লেখা-পড়া না করিয়ে পরীক্ষার সময় যথাসম্ভব সাহায্য করে থাকেন। এমতাবস্থায় দরিদ্র অভিভাবকদের অবস্থা কেমন হবে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ফলে তারা খাতা-কলমের পরিবর্তে সন্তানদের হাতে কাঁচি-কোদাল তুলে দিচ্ছেন। তাদের ভাবনা এতো টাকা খরচ করে তাদের লেখা-পড়া শিখিয়ে অবশেষে চাকরি মিলবে না। আসলে ঠিক তাই। কিন্তু আমরা চাই সন্ত্রাসমুক্ত এমন একটি শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ যেখানে থাকবে না কোন হিংসা-বিদ্বেষ বা স্বজনপ্রিয়তা এবং যেখানে থাকবে নির্বিশেষে সকলের শিক্ষার সমান সুযোগ।

—শাহ্ মুহাঃ ওজায়ের

ফরিদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সমস্যা

ফরিদপুর জেলা শহর থেকে প্রায় পাঁচ কিঃ মিঃ দূরে প্রকৃতির এক মনোরম পরিবেশে ফরিদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটটি অবস্থিত। এ ইনস্টিটিউটে একটি শিক্ষা বছরে চারটি প্রযুক্তি কোর্সে প্রায় ৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করে থাকে। বর্তমানে ইনস্টিটিউটটি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন।

ছাত্রাবাস সমস্যাঃ ইনস্টিটিউটে মহিলা হোস্টেলসহ মোট ৩টি হোস্টেল। মহিলা হোস্টেল ব্যতীত বাকি দু'টি হোস্টেলে ছাত্রদের আসন সংখ্যা মাত্র ২৫২টি। বাকী ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা করতে হয় ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাসের বাইরে। অবিলম্বে ছাত্রদের আবাসিক সমস্যার সমাধানকল্পে আরো দু'টি হোস্টেল নির্মাণ একান্ত প্রয়োজন। শহর থেকে প্রায় পাঁচ কিঃ মিঃ দূরে ইনস্টিটিউটটি অবস্থিত হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত আসা-যাওয়ার জন্য দু'টি বাসের প্রয়োজন।

শিক্ষক সমস্যাঃ ইনস্টিটিউটের প্রত্যেক প্রযুক্তি কোর্সেই দীর্ঘদিন যাবৎ শিক্ষক শূন্যতা ছাত্রদের নির্বিঘ্নে পড়াশুনায় অচল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। পড়ালেখার সার্বিক উন্নতির স্বার্থে শীঘ্রই শিক্ষক শূন্যতার অবসান হওয়া উচিত। বিশেষ করে শক্তি কৌশল বিভাগের শিক্ষক শূন্যতা ছাত্রদের ভাবিয়ে তুলছে।

লাইব্রেরী সমস্যাঃ লাইব্রেরীতে প্রয়োজনীয় বই-এর অভাব। প্রতি দশজন ছাত্রের জন্য কর্তৃপক্ষ ১টি বই বরাদ্দ করে থাকেন। ফলে একটি বই দিয়ে ১০ জন শিক্ষার্থীর উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। এছাড়া লাইব্রেরীতে দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা রাখার বন্দোবস্ত নেই।

খেলাধুলাঃ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছাড়া কলেজ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে আর কোন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় না। আন্তঃবর্ষ ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল প্রতিযোগিতা ইনস্টিটিউটের তত্ত্বাবধানে হওয়া উচিত। ইনস্টিটিউটের একমাত্র খেলার মাঠটি অতি নীচু হওয়ায় অল্পতেই পানি জমে যায়। ফলে মাঠটি খেলার অনুপযুক্ত হয়ে যায়। তাই মাঠটি মাটি দ্বারা ভরাট করা একান্ত প্রয়োজন।

—দেলোয়ার দিশারী